খণ্ড ৬, সংখ্যা ৭ ভাবনগর জুন ২০১৭
Vol. 6, No. 7 BHĀBANAGARA June 2017

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : একশত বছরের বৈশ্বিক-অভ্যর্থনা

মোজাফ্‌ফর হোসেন

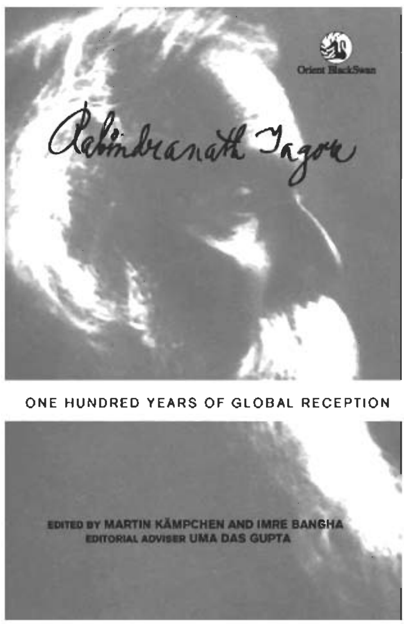

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ারস অব গ্লোবাল রিসিপশন *শীর্ষক গ্রন্থের প্রচ্ছদ*

Rabindranath Tagore : One Hundred Years Globe Reception

Mojaffor Hossain

Book Reviw

Abstract

The great Indian Bengali author Rabindranath Tagore attained global fame about one hundred years ago on being awarded the Nobel Prize in Literature. He was the first non-European writer to have this honor. Soon after it he became an international figure. His writings got to be translated in almost all the prominent languages around the globe. He started touring the world with his humanistic philosophy and ultimately it turned into celebrity lecture tours. In his each visit he encountered with leading writers, intellectuals and statesmen of that particular land and impressed them with his amicable and refined personality. Considering oneself as a world citizen, Rabindranath always aimed at bringing the 'East' and the 'West' together for the betterment of the world. Thereupon, he was considered, later on, not only the voice of India, but the voice of emerging World. This essay presents a review of the book *Rabindranath Tagore: One Hundred Years of Global Reception*, edited by jointly Martin Kampchen and Imre Bangha with Editorial adviser Uma Das Gupta. In this essay, primarily an attempt is made to introduce the nature of book to the reader who yet to read it or collect it. This book is an anthology on the acceptance Tagore made throughout the world in the last hundred years. There are 35 essays, arranged by region or language group. Those remind us how Rabindranath has been received from 1913 until today. They inform us about the nature and history of Tagore's translations into other languages, the impact of his visits and lectures, his meetings with the notable intellectuals, cultural movements responded to him differently and controversies.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বিশ্বজুড়ে আলোচনায় আসেন ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে, *গীতাঞ্জলি* কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্যদিয়ে। ভারতীয় উপমহাদেশের আর কোনো লেখক এই বাঙালি লেখকের মতো বিশ্বে এতটা চর্চিত এবং পঠিত হননি। এর প্রধান কারণ কেবল নোবেল প্রাপ্তি নয়, নোবেল প্রাপ্তির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা পরিচিতি বিশ্ব পেয়েছে বটে, কিন্তু সেই পরিচিতি শুধু সাহিত্যজগতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। কারণ, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক ইস্যুভিত্তিক আলোচনায় সক্রিয় ছিলেন। কখনো কখনো তিনি সশরীরে উপস্থিত থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় সমস্যাসহ বিশ্বের সমসাময়িক সংকট নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি যে উগ্র জাতীয়তাবোধকে ভর্ৎসনা করে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন, তা বিশ শতকের শুরুর দিকে যুদ্ধাক্রান্ত এবং নানামুখি সংকটাক্রান্ত বিশ্বের জন্য মোক্ষম বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ পূর্ব এবং পশ্চিমকে যূথবদ্ধ করে আরও মানবিক, ন্যায়নিষ্ঠ, আধ্যাত্মিক সমাজ ও মানসগঠনে কাজ করতে চেয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথকে পাঠ না করে তাঁর ভাষণ শুনে বা তাঁর সম্পর্কে জেনে অনেক ভিনদেশি পণ্ডিত তাঁকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি । সেই অর্থে বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে প্রভাব পড়ে সেটা যতটা না সাহিত্যিক প্রভাব, তার চেয়ে বেশি মতাদর্শিক প্রভাব। এটা তো পরিষ্কার যে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কথাসাহিত্যে মার্কেস-কাফকা কিংবা কাব্যসাহিত্যে এলিয়ট-বোদলেয়ার যতটা প্রভাব ফেলতে পেরেছেন রবীন্দ্রনাথ ততটা প্রভাব ফেলতে পারেননি। সাহিত্যে রাবীন্দ্রিকধারা বা রাবীন্দ্রিকীয়তা বলতে যা বোঝায় তা তাঁর সময়ে ইউরোপ হয়ে অন্যান্য মহাদেশে কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা পেলেও খুব দ্রুত যুদ্ধোত্তর আধুনিকতা ও পুঁজিবাদী ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার বিকাশের সাথে সাথে রবীন্দ্রকাব্য সেকেলে এবং অতিমাত্রায় ঈশ্বরবাদী বা রোমান্টিক বিবেচনায় কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। বিশ্বসাহিত্যে উত্তর-আধুনিক বা উত্তর-উপনিবেশিক ধারার জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে চাপা পড়ে গেছে তাঁর নাম। কিন্তু মার্কেস-বোদলেয়ারদের চেয়ে মতাদর্শিক প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে ছিলেন। যে কারণে এক ব্রিটিশ সৈনিককে যুদ্ধে *গীতাঞ্জলি* সঙ্গে রাখতে দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিককার জাপানি অনুবাদক কবি মাশিনো

সাবুরো (১৮৮৯-১৯১৬) যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হওয়ার পর প্রশান্তির জন্য রবীন্দ্রকাব্যে মনোনিবেশ করেন। মৃত্যু যত সন্নিকটে এসেছে তিনি ততই রবীন্দ্ররচনা অনুবাদের দিকে ঝুঁকেছেন।

রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি যখন উত্তুঙ্গে তখন তাঁর বহুল অনূদিত ও পঠিত *গীতাঞ্জলি* কাব্যগ্রন্থ পড়ে যতটা না এর কাব্যস্বাদ আস্বাদন করেছেন, তার চেয়ে বেশি আস্বাদন করেছেন এর ভাব। অর্থাৎ কবি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ভাবুক রবীন্দ্রনাথ বড় হয়ে উঠেছেন। সমসাময়িক যুদ্ধাক্রান্ত বিশ্বে এরকম একজন সর্বময় মঙ্গলকামী চিন্তকের প্রয়োজন ছিল। ফলে দেশে দেশে সাহিত্যের বাইরে তাঁর একটা সামাজিক, কোথাও কোথাও রাষ্ট্রিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে। ঠিক একই কারণে আবার তাঁকে নিয়ে সমালোচনা এবং বর্জনের প্রশ্নটিও উত্থাপিত হয়েছে। যেমন কিছু কিছু দেশে রবীন্দ্ররচনা পরিমার্জনার ভেতর দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও সাময়িকভাবে নিষিদ্ধও হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও প্রকাশিত হলেও সেটা প্রচারণায় আনা হয়নি। রুশ বিপ্লবের পর রাশিয়াতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে, ফ্রানকোর শাসনামলে স্পেনে এমনটি ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি রবীন্দ্রনাথের যুদ্ধবিরোধী ও জাতীয়তাবাদ-বিরোধী বোধকে গ্রহণ করার মতো ছিল না। অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ-বিরোধী মনোভাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে যুগোস্লাভিয়া, তুরস্ক, পোল্যান্ড এবং জাপানে। কারণ তারা মনে করেছে জাতিরাষ্ট্র হিসেবে তাদের উত্থানপর্বের সংকটকালে জাতীয়তাবোধ তাদের সমন্বিত শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। শুরুতে রবীন্দ্র-দর্শন নিজেদের জন্য উপযোগী নয় ভেবে জাপান রবীন্দ্রনাথকে আমলে নেয়নি। চীন-জাপান যুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ চীনের পক্ষ নিয়েছেন বলে জাপানে রবীন্দ্র-বিমুখতা রবীন্দ্র-বিরোধিতায় রূপান্তরিত হয়েছে। রাশিয়ার মতো কোথাও কোথাও সাংবাদিক-লেখকরা রবীন্দ্রনাথের কথা শোনা থেকে বিরত থেকেছেন এই বলে যে, রবীন্দ্রনাথ তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং রুশ বিপ্লবের প্রত্যক্ষ সাক্ষী নন; তিনি এর ভোগান্তি কি বুঝবেন?

বৈশ্বিকপর্যায়ে রবীন্দ্রচর্চার এ পর্যন্ত ইতিহাস আমাদের সামনে তুলে এনেছে *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : একশত বছরের বৈশ্বিক-অভ্যর্থনা* [*Rabindranath Tagore: One Hundred Years of Global Reception*]-গ্রন্থটি। সম্পাদনা করেছেন মারটিন ক্যাপচেন এবং ইমরে বংঘা। সম্পাদকীয় উপদেষ্টা হিসেবে আছেন উমা দাশগুপ্ত। প্রকাশ করেছে ভারতীয় প্রকাশনা সংস্থা ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান। রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মদিন উদযাপনের অংশ হিসেবে ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে লন্ডনে ট্যাগোর সেন্টার ইউকে আয়োজিত কনফারেন্সে গ্রন্থটির সম্পাদকদ্বয় এবং উপদেষ্টা সম্পাদকের সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁদের সেই সাক্ষাতের চূড়ান্ত ফসল এই গ্রন্থখানা। প্রকাশিত হয় ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে। প্রচ্ছদ করেছেন অনুজ মলহোত্রা।

গ্রন্থের সম্পাদক ইমরে বংঘা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দিভাষার সহকারি অধ্যাপক। তিনি বিশ্বভারতী থেকে হিন্দিভাষায় পিএইচডি অর্জন করেন। সম্পাদনার

পাশাপাশি অনুবাদের কাজ করেন। ভালো বাংলাও জানেন। আরেক সম্পাদক মার্টিন ক্যাম্পচেন ভিয়েনাতে জার্মান সাহিত্য এবং শান্তিনিকেতনে তুলনামূলক ধর্ম নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে জার্মান ভাষায় রূপান্তরের কাজ করছেন। জার্মান ভাষায় রবীন্দ্রনাথের জীবনীও লিখেছেন। উপদেষ্টা সম্পাদক উমা দাশগুপ্ত ইতিহাসবিদ এবং রবীন্দ্র-জীবনীকার। তিনি সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে অবসরে গেছেন।

বইটির শুরু হয়েছে সম্পাদকীয় রূপে চমৎকার একটা প্রাসঙ্গিক-পাঠ দিয়ে। যাতে বলা হয়েছে—সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম নন-ইউরোপীয় হিসেবে এই পুরস্কারটি পেলেন। ফলে এই পুরস্কার সাহিত্যবিশ্বকে রবীন্দ্রনাথের দিকে ঘুরে তাকাতে বাধ্য করে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভারত তখন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে। ফলে তাঁকে পরিচিত করানো হলো ব্রিটিশ-ভারতীয় লেখক হিসেবে। নিশ্চিত করেই গোটা বিশ্ব তখন পরিবর্তিত সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির পরের বছর শুরু হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। একদিকে তুরস্কে অটোমান সাম্রাজ্যের পতন, অন্যদিকে রুশ বিপ্লব, আরেকদিকে চীন-জাপান সংকট। এতো কিছুর মধ্যে লাতিন আমেরিকা তখন সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিরতা আনার প্রচেষ্টায় রত। বিশ্বশক্তি হিসেবে উত্থান ঘটছে আমেরিকার। ঠিক সেই মুহূর্তে বিশ্বের কাছে একজন অপরিচিত ভারতীয় লেখক সাহিত্যে নোবেল পেলেন। সবে তাঁর একটি মাত্র বই ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে ইউরোপ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই হৈচৈ পড়ে যাওয়ার মতোই ঘটনা বটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ারস অব গ্লোবাল রিসিপশন *শীর্ষক গ্রন্থের আলোচনা অনুষ্ঠানে সম্পাদক মার্টিন ক্যাম্পচেন এবং ইমরে বংঘা*

নিশ্চিত করেই এটা নোবেল কমিটির অরাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়। ইউরোপীয় এলিটীয় সাহিত্যধারা এর শক্তিমত্তা এবং সম্মানকে হয়তো বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে। তারা কতটুকু সফল হয়েছেন জানি না, তবে রবীন্দ্রনাথ সেই শক্তি কাজে লাগিয়ে বিশ্বে তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন, সেটা বলা যায়।

নোবেলপ্রাপ্তির পর রবীন্দ্রনাথকে 'বিশ্বকবি' অভিধা প্রদান করা হলে সেটা সর্বজন গৃহীত হয়। খুব শিগ্গিরই তাঁর লেখা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হতে শুরু করে। পূর্ব এবং পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকার মিশরসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তাঁর সশরীরে উপস্থিতি ঘটলো। তিনি বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় হয়ে উঠল বিশ্বের সাহিত্যচর্চা বা নিজের কাব্যপ্রসঙ্গ নয়; বিশ্বশান্তি। তিনি বিভিন্ন দেশে গিয়ে সেই দেশের প্রখ্যাত পণ্ডিত-লেখক-শিল্পী-রাজনীতিবিদ-সমাজকর্মী প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিশ্বের গুরুতর কিছু সমস্যা নিয়ে কথা বললেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির বহুত্ববাদী, বৌদ্ধধর্মের অহিংস ও ইসলামধর্মের সুফি এবং বাংলার বাউলদের ভাববাদী চেতনাকে সমন্বয় করে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিলেন তাঁর কবিতা, গান, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও বক্তৃতার ভেতর দিয়ে। ফলে তিনি মানবতাবাদী বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনে আইকন হিসেবে চিহ্নিত হলেন। সেটা কেবল ভারত নয়, বিশ্বজুড়েই। চেকোস্লোভাকিয়ায় জার্মান সাংস্কৃতিক আগ্রাসনবিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ অনুপ্রেরণা হয়ে দেখা দেন। আবার জার্মানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মর্মাহত জনগণের আশ্রয় হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথ। আরববিশ্বে, বিশেষ করে তুরস্ক এবং ইরানে রবীন্দ্রনাথকে 'ইসলামিকীকরণ' করা হয়েছে। তাঁর লেখার ভেতর সুফিবোধের অনুসন্ধান করা হয়েছে। অন্যদিকে ইউরোপে খ্রিষ্টীয় ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের মহিমা উদ্ধার করা হয়েছে রবীন্দ্র-রচনায়। আবার কোরিয়া, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ডের বৌদ্ধরাও রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরভাবনাকে নিজেদের মতো করে ভেবে নিয়েছেন। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সর্বজনীন 'গুডনেস' দিয়ে বহুজাতিক ঈশ্বর ও নৈতিকতা বোধের সঙ্গে মিশে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যে কেবল ইংরেজি থেকে অন্যভাষায় অনূদিত হয়েছেন তা নয়। অনেক সময় রুশ, জার্মান, ফরাসি, চীনা, জাপানি, ইতালি ভাষা থেকেও অন্যভাষাতে তাঁর লেখা অনূদিত হয়েছে। যেমন—তুরস্কে ইংরেজির পাশাপাশি ফরাসি এবং জার্মান ভাষা থেকে অনূদিত হয়েছে। রাশিয়াতে ১৯১৩ থেকে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ভেতর *গীতাঞ্জলি*র ছটি রুশ ভার্সন বের হয়। অনেক সময় তিন-চারটি ভাষা বদলের ভেতর দিয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছানোর ফলে কিছুটা বিকৃতিও ঘটেছে। মূল থেকে অনুবাদ করা না হলে এই সম্ভাবনাটা আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। ইংরেজি *গীতাঞ্জলি*র ভূমিকায় ইয়েটসও বলেছেন, রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ করে একমাত্র তাঁর বাঙালি পাঠকরাই বুঝতে পারবেন। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নির্ভরযোগ্য অনুবাদকদের ভেতর আছেন ফাদার ম্যারিনো রিগন যিনি বাংলা থেকে সরাসরি ইতালিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেছেন, ফরাসি ভাষায় অনুবাদ

১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়ার মস্কো থেকে প্রকাশিত রুশ ভাষায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির প্রচ্ছদ

করেছেন আদ্রেঁ জিদের মতো প্রখ্যাত লেখক, যিনি পরবর্তীকালে নিজেও সাহিত্যে নোবেল পান, স্পেনে আরেক নোবেলজয়ী লেখক হুয়ান রামোন হিমেনেস, আর্জেন্টিনায় ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো, নেদারল্যান্ডে ফ্রেদেরিক ভন ইডেন, চেকভাষায় ভিনসেনস লেসনি এবং দুসান জাভিতেল, লাটাভিয়াতে কার্লিস ইগল এবং রিচার্ডস রুডিটিস, আরবে মুহাম্মদ সুখরি আয়াদ এবং রুশ ভাষায় এ পি নাতুক-ডানিল'চাক প্রমুখ। তবে কবি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথকে আরও বিশুদ্ধভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে বিশ্ব। কারণ এখানে কোনো অনুবাদের প্রয়োজন পড়েনি। চিত্রশিল্পী হিসেবে ভারতের বাইরেই বরং রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা হয়েছে বেশি। পরে অবশ্য তাঁর কবি পরিচয়ের কাছে বিশ্ববাসীর চোখে চিত্রশিল্পী পরিচয় আর টিকে থাকতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : একশত বছরের বৈশ্বিক-অভ্যর্থনা শীর্ষক গ্রন্থে বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রচর্চা ও পাঠের গত একশত বছরের ইতিহাস তুলে আনা হয়েছে। প্রবন্ধগুলো ভাষাবিশেষে নয় অঞ্চলভেদে সজ্জিত হয়েছে। প্রথম অংশ 'পূর্ব এবং দক্ষিণ এশিয়া'। এই পর্বে জাপান, কোরিয়া, চীনা, ভিয়েতনাম, তিব্বত, থাইল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দর্শন চর্চা নিয়ে Kyoko Niwa, Kim Woo Jo, Tan Chung ও Wei Liming, Do Thu Ha, Francoise Robin, Sawitree Charoenpong এবং Sandagomi Coperahewa-এর রচিত প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় অংশ 'মধ্য প্রাচ্য এবং আফ্রিকা'—এই পর্বে আরব দেশগুলোসহ মিশর, তুরস্ক, ইসরায়েল, গোয়া, অ্যাঙ্গোলা এবং মোজাম্বিকে রবীন্দ্র চর্চা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন—Ahmad Rafiq Awad, Mohammad Badiur Rahman, Laurent Mignon, Alexander

Cherniak ও Sergei Serebriany এবং Jose Paz Rodriguez। তৃতীয় অংশ পূর্ব এবং মধ্য ইউরোপ—এই পর্বে রাশিয়া, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, রাটাভিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি এবং চেকোস্লোভাকিয়ায় রবীন্দ্র চর্চা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন—Sergei Serebriany, Liviu Bordas, Nikolay Nikolaev, Ana Jelnikar, Viktors Ivbulis, Elzbieta Walter, Imre Bangha, Martin Hribek। চতুর্থ অংশে আছে—উত্তর এবং পশ্চিম ইউরোপের অঞ্চলের দেশগুলো, যেমন—ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক-সুইডেন এবং নরওয়ে, জার্মানি-অস্ট্রিয়া এবং সুইজারল্যান্ড, দ্য নেদারল্যান্ডস এবং বেলজিয়াম, ইটালি, ফ্রান্স, স্পেন এবং লাতিন আমেরিকা, পর্তুগাল এবং গালিসিয়া, যুক্তরাজ্যে রবীন্দ্র চর্চা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন—Hannele Pohjanmies, Mirja Juntunen, Martin Kampchen, Victor A. van Bijlert, Mario Prayer, France Bhattacharya, Shyama Prasad Ganguly, Jose Paz Rodriguez এবং Kalyan Kundu। আমেরিকান অঞ্চলগুলোর মধ্যে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কোস্তারিকা, মেহিকো, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় রবীন্দ্র চর্চা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন—Paula Savon and Sonia Berjman, Jose Paz Rodriguez, Sol Arguello Scriba, Xiotencatl Martinez Ruiz, Anna Feuer এবং Kathleen M. O'Connell ও M. A. Serhat Unsal। প্রতিটি পর্বের শুরুতে রবীন্দ্রনাথের কিছু দুর্লভ আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে, যা গ্রন্থের প্রামাণ্য ও চিত্তাকর্ষক গুণ বৃদ্ধি করেছে।

এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত এক একটি প্রবন্ধ পাঠ করলে এক একটি দেশে রবীন্দ্রনাথের আগমন, রবীন্দ্ররচনার অনুবাদ, গ্রহণযোগ্যতা ও প্রভাব, আলোচনা-সমালোচনা, গবেষণা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জানা যায়।

বইটি শুরু হয়েছে জাপান দিয়ে। জাপানে রবীন্দ্রনাথের আগমন, রবীন্দ্র রচনার অনুবাদ, গ্রহণ ও প্রভাব নিয়ে 'জাপান' শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখেছেন Kyoko Niwa। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে পিএইচডি করেছেন। টোকিও ইউনিভার্সিটি অব ফরেন স্টাডিজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে পাঠ নিয়েছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্য নিয়ে লেখালেখি করছেন। আধুনিক বাংলা কবিতা অনুবাদ করেছেন জাপানি ভাষায়। তাঁর গদ্য থেকে জানতে পারি, ঔপনিবেশিক ভারতকে জাপানে 'উচ্ছন্ন যাওয়া জাতি' হিসেবে দেখা হতো। যে কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল না পেলে জাপান সেই সময় তাঁকে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ করতো কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রথম জাপান সফরে রবীন্দ্রনাথকে সেখানে 'ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির কবি' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ভারত সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা গড়ে ওঠার কারণে সেই সফর রবীন্দ্রনাথের জন্য সুখকর ছিল না। তাছাড়া, জাপানে আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের লেখালেখি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। এর কারণ কিছুটা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই। চীন-জাপান যুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ চীনের পক্ষে কথা বলেন। পরে সেই যুদ্ধের সমাপ্তি হলে নতুন প্রজন্ম এসে রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে ভাবতে শুরু করে। তাঁর লেখা অনূদিত হতে থাকে।

জাপান ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (মাঝে) ও জাপানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ, ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে

রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রথম জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেন সে দেশের অখ্যাত কবি Mashino Saburo (১৮৮৯-১৯১৬) ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকে। রবীন্দ্রনাথ তখনও নোবেল পাননি। পরে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির সংবাদ জাপানি কাগজে খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়নি। কিছু কবিতা দৈনিকের সাহিত্য সাময়িকীতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হলেও খুব একটা সাড়া ফেলতে পারেনি। জাপানে Miura Kanzo (১৮৮৩-১৯৬০)-এর অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বই *সাধনা : জীবনের উপলব্ধি* শিরোনামে জাপানে প্রকাশিত হয় ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে। মিউরা কানজোর ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার কারণে এই অনুবাদের মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। একই বছর Mashino Saburo-এর অনুবাদে পূর্ণাঙ্গ *গীতাঞ্জলি* প্রকাশিত হয়। ভিন্ন শিরোনামে *গীতাঞ্জলি* অনুবাদ করে প্রকাশ করেন মিউরা কানজো। তবে দুটি অনুবাদের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সমালোচকরা। অনুবাদকদ্বয়ও নিজেদের ভেতর বাহাসে জড়িয়ে পড়েন। মাশিনো বলেন—‘মিউরা কানজো ভারতীয় দর্শন এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে না জেনেই রবীন্দ্রনাথকে বৌদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।’ অন্যদিকে মিউরা কানজো বলেন—‘মাশিনোর এমন ভুল অনুবাদ সহ্য করা যায় না!’

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের জাপান ভ্রমণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে কাগজে তাঁর ওপর সামান্য কিছু আলোচনা ও অনুবাদ বের হয়। তবে শুরুর দিকে জাপানের প্রথম সারির লেখক কিংবা অনুবাদক রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। জাপানে তখন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের চেয়ে ভাবাদর্শ নিয়ে বেশি হৈচৈ হয়েছে। এমনকি *গীতাঞ্জলির* কবিতা নিয়ে কথা বলার সময়ও কেউ কাব্য মান নিয়ে আলোচনা করেননি, করেছেন বক্তব্য নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের দর্শন জাপানিদের জন্য কতটা উপযোগী তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। Nakazawa Rinsen (১৮৭৮-১৯২০)-এর মতো কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে সর্বেশ্বরবাদী (Pantheist) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মাশিনো অবশ্য এর সাথে একমত হননি। ঐ সময় মাশিনোই একমাত্র নিবিড়ভাবে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কাজ করে গেছেন। কুতর্কে তিনি খুব বেশি জড়াননি। প্রাণঘাতী রোগ যক্ষ্মাতে আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনায় মনোনিবেশ করেন, রোগ যত বেড়েছে তিনি তত রবীন্দ্ররচনা অনুবাদের দিকে ঝুঁকেছেন। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে মে রবীন্দ্রনাথের জাপান সফরের কিছুদিন আগেই তিনি ইহত্যাগ করেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জাপান সফরে দেশটির বুদ্ধিজীবী মহল থেকে খুব বেশি সাড়া পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের জাপান সফরকে সামনে রেখে Uchigasaki-এর মন্তব্যটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য:

> The Visit of the greatest poet born in modern India will be a great stimulus for us to take an interest in Indian thought. There is a tendency among the Japanese in general to ignore India's philosophical ideas because of the country's political subjugation, and thus to dismiss Rabindranath as one who has come from a ruined nation. This is a great loss for us.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সফরে 'The Message of India to Japan' এবং 'The Spirit of Japan' শীর্ষক দুটি বক্তৃতা দেন। তবে তাতে জাপানের রবীন্দ্রবিদ্বেষীদের মনের বরফ বিশেষ গলে না। বরং আগের বছরের প্রশমিত হয়ে আসা উত্তেজনাটা আবার ফুসে ওঠে। দেশটির প্রতিষ্ঠিত কবি-কথাসাহিত্যিক-সমালোচক Iwano Homei (১৮৭৩-১৯২০)-এর মন্তব্য থেকে সেটা বোঝা যায়:

> I think it was only a year ago that you (Rabindranath) suddenly gained popularity. This was only because translators and publishing houses were trying to make money by intruducing something new. We intellectuals were not really impressed by your poetry or philosophy since your ideas were very different from those of ours.

এরপর ১৯১৭, ১৯২৪ এবং ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ জাপান সফর করেন। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের সফরের আগে আরও কিছু অনুবাদ হয়। *গোরা*, *বিসর্জন* এবং *নৌকাডুবি* তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। *গোরার* অনুবাদক Sano Jinnosuke কয়েকবছর শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তিনি ইংরেজি অনুবাদের সহযোগিতা নিয়ে বাংলা থেকে সরাসরি জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেন। এটাই সম্ভবত মূল বাংলা থেকে জাপানি ভাষায় রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম অনুবাদ। তবে বিশ্বস্ত অনুবাদ ছিল না।

মাঝে চীন-জাপান যুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য চীনের পক্ষে চলে যায় বলে জাপানে তাঁকে নিয়ে আরও নেতিবাচক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে প্রখ্যাত জাপানি লেখক Noguchi Yonejiro (১৮৭৫-১৯৪৭)-এর সাথে রবীন্দ্রনাথের পত্র চালাচালিও হয়।

যুদ্ধোত্তর সময়ে ১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকে নতুন প্রজন্মের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে জাপানে নতুনভাবে পঠিত হয়। নতুন উদ্যমে আরও বিশ্বস্ত অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে 'Memorial Society of Rabindranath Tagore' প্রতিষ্ঠিত হয়, একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয় যেখানে দেশটির পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখেন। ৮ খণ্ডে রবীন্দ্ররচনা বের হয়। এ সময় বহুভাষী ও ভারতীয় দর্শন বিষয়ে পণ্ডিত অধ্যাপক Watanabe Shoko (১৯০৭-৭৭)-এর অনুবাদে জাপানি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অনুবাদটি প্রকাশিত হয়।

ওতোনবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তীকালে যাঁরা রবীন্দ্ররচনা অনুবাদে হাত দেন তাঁরা বাংলা ভাষা জেনে ও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে পাঠ নিয়ে আসেন। সত্তরের পরে অনুবাদের পাশাপাশি রবীন্দ্র-বিষয়ে একাডেমিক পাঠ শুরু হয়। কৃষ্ণ কৃপালনী রচিত *রবীন্দ্রজীবনী*র অনুবাদসহ আশির দশকের শুরু থেকে আজুমার সম্পাদনায় ১২খণ্ডে রবীন্দ্ররচনা প্রকাশিত হতে শুরু হয়। প্রবন্ধের শেষে প্রাবন্ধিক কিয়োবো নিয়া উল্লেখ করেছেন—রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ জাপানে থেমে নেই। তবে আরও

ব্যাপকভাবে রবীন্দ্রনাথকে স্বদেশে পঠন-পাঠনের অবস্থা তৈরি হবে সেই আশাবাদ তিনি ব্যক্ত করেছেন।

আরববিশ্বে রবীন্দ্রনাথের পঠন-পাঠন ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তথ্যবহুল একটি প্রবন্ধ লিখেছেন আহমাদ রফিক আওয়াদ। তিনি ফিলিস্তিন রেডিও এবং টেলিভিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ফিলিস্তিনের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাউন্সিলের একজন সদস্য ও জেরুজালেমের আল কুদস বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া এবং টেলিভিশন বিভাগের অধ্যাপক। প্রাবন্ধিক তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়টা আরব সাহিত্যের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় আরবের একদল লেখক লেখার কাঠামো ও বিষয়বস্তু নিয়ে নিরীক্ষা করেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে নন-ওয়েস্টার্ন আধুনিকার দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রাথমিক আকর্ষণটা একজন বাঙালি কবির কাব্যপ্রতিভা উপলব্ধি করে নয়, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বোধের সঙ্গে আরবের সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের ঐক্যের কারণে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এখানে তেমন তর্ক হয়নি কারণ তাঁর আদর্শিক বিষয়গুলো নিয়েই ভাবা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বৈশ্বিক নিরপেক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের প্রখরতায় মুগ্ধ হয়ে আরব দেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজে তাঁর রচনা সিলেবাসভুক্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকে আরবে পাঠ শুরু হয় তাঁর নোবেল জয়ের পরপরই। তবে সেটি ইংরেজি কিংবা ফরাসি অনুবাদে। আরবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম অনুবাদক সম্ভবত লেবানি কবি উয়াদি আল-বুস্তানি (১৮৮৬-১৯৫৭)। তিনি ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে আসেন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েকদিন কাটান। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা অনুবাদের পাশাপাশি কবির সঙ্গে কাটানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়।

ইরান ভ্রমণকালে তেহরানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইরানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ

ইরাক সীমান্তে যাযাবরদের তাবুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এর প্রায় একদশক পর তানিয়াস আবদুহ্-এর অনুবাদে কায়রো থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৪০-এর পর থেকে রবীন্দ্ররচনার অনুবাদ প্রকাশের হার বেড়ে যায়। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ-বছরে মিশরীয় কবি হুসেইন আফিফ রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা অনুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের সুফি-প্রভাবের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসের ২৭ তারিখ মিশর সফরে যান রবীন্দ্রনাথ। সফরকালে তিনি দেশটির প্রধান প্রধান কবি ও লেখকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রবীন্দ্র-অভ্যর্থনা এই পর্যায়ে যায় যে সেদিনের সংসদীয় অধিবেশন মুলতবি রাখা হয়। কাগজে খুব ফলাও করে খবরটি ছাপা হয়। এ পর্বে আরো বিস্তারিত জানা যাবে অধ্যাপক মো. বদিউর রহমান রচিত ‘ইজিপ্ট’ শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লে। ইরানের রাজা রেজা শাহরে বিশেষ নিমন্ত্রণে তিনি ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের তেহরান সফর করেন রবীন্দ্রনাথ। একই বছর তিনি ইরাক সফর করেন। সেখানেও তিনি সে দেশের প্রখ্যাত লেখকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কয়েকজন প্রখ্যাত ইরাকি কবি তাঁকে উৎসর্গ করে কবিতাও রচনা করেন বলে জানান প্রাবন্ধিক আহমাদ রফিক আওয়াদ। কবি মারুফ রুসাফি (১৮৭৫-১৯৪৫)-এর কবিতাটি এক্ষেত্রে তুলে ধরা হলো—

To you Tagore I come
You who said the truth
The rules of the past were not mistaken
To tell the life and the story
Frankly and metaphorically
For the hand of God has refined you.

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে মিশরের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে রবীন্দ্রনাথের ওপর দেশটির সাতজন বুদ্ধিজীবীর লেখা ৭টি প্রবন্ধ নিয়ে একটি সংকলন

বের হয়। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ভাষার অধ্যাপক মুহাম্মদ শুকরি আয়াদ রবীন্দ্রনাথের ওপর একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। একই বছর মিশরের সাহিত্যসমালোচক আবদুল আজিজ আল-জাকি রবীন্দ্রনাথের রচনায় সুফিজম নিয়ে বিশদ আকারে লেখেন। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে হোসনি ফ্রিজ কৃষ্ণ কৃপালনী রচিত *রবীন্দ্রজীবনী*র অনুবাদ করেন। এর আগে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ার কূটনীতিক অনুবাদক উপন্যাসিক Badi Haqqi *গীতাঞ্জলি*র অনুবাদ প্রকাশ করেন। এরপর আরববিশ্বে রবীন্দ্রচর্চা ও পঠন-পাঠন আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়। আলোচ্য গদ্যের শেষাংশে প্রাবন্ধিক আরববিশ্বে রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক অনুবাদ ও গ্রহণযোগ্যতার উপর আলোকপাত করেছেন।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো নোবেল জয়ের পরপর লাতিন বিশ্বেও পরিচিত হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এখানে 'স্পেন অ্যান্ড লাতিন আমেরিকা' শীর্ষক তথ্যবহুল একটি প্রবন্ধ লিখেছেন স্পেন এবং লাতিন সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পণ্ডিত অধ্যাপক শ্যামা প্রসাদ গাঙ্গুলি। এছাড়াও 'আর্জেন্টিনা' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন যৌথভাবে Paula Savon এবং Sonia Berjman, ব্রাজিলে রবীন্দ্রনাথের পঠন-পাঠন নিয়ে লিখেছেন Jose Paz Rodriguez, কোস্টারিকা নিয়ে Sol Arguello Scriba এবং মেহিকো নিয়ে Xicotencatl Martinez Ruiz।

লাতিন সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয় হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ হলো ইউরোপের বাইরে অবস্থান করে একটি স্বকীয় কণ্ঠস্বর নিয়ে উপস্থিত হতে পারা। রবীন্দ্রনাথের দর্শন এবং অর্জিত সম্মান লাতিন অঞ্চলের তরুণ লেখক ও কবিদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এনে দেয় এই কারণে যে তারা অনুধাবন করতে পারেন, বড়মাপের লেখক হওয়ার জন্যে ইউরোপীয়দের মতো করে লেখা বা চিন্তা করা আবশ্যক নয়। লাতিন বিশ্বের বড়কবি নোবেলজয়ী হুয়ান রামোন হিমেনেস-এর দক্ষ হাত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লাতিনে প্রবেশ ঘটে। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দেই হিমেনেস আর তাঁর হবু বউ মার্কিন জেনোবিয়া ক্যামপ্রাবি মিলে *গীতাঞ্জলি*র অনুবাদ শুরু করেন। এই অনুবাদের পাশাপাশি হিমেনেস লিখছিলেন তাঁর বিখ্যাত *Platero and I* গ্রন্থটি যা পরবর্তীতে স্প্যানিশ সাহিত্যের অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এটি রবীন্দ্রনাথের গীতিধর্মী গদ্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথ দ্বারা প্রভাবিত হন চিলির অন্যতম প্রধান কবি নোবেলজয়ী পাবলো নেরুদাও। নেরুদা তাঁর তারুণ্যেই এই বাঙালি কবির প্রেমে পড়েন। নেরুদার প্রথমত উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বিশটি প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশার গান-এ তরুণ নেরুদা তার ১৬তম প্রেমের কবিতায় একটি অন্বয় সংযোজন করেন, যা অনেক সমালোচক এও মনে করে যে এটি ঠাকুরের *মালি* কাব্যগ্রন্থের ৩০তম কবিতা : "তুমি সন্ধ্যারো মেঘোমালা"-এর একটি প্রচ্ছন্ন অনুবাদ। তাছাড়া, ১৯৪৫-এ নোবেল বিজয়ী আরেক চিলির কবি গ্যাবরিয়েলা মিস্ত্রাল রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো সংগ্রহে সহযোগিতা করেছিলেন, যেখানে তিনি "মালি নিয়ে উদ্বেগ"-এর প্রতিক্রিয়ায় নিজের বেশ কিছু ব্যাখ্যা সংযোজন করেন। রবীন্দ্র-

প্রভাবিত আরেক লাতিন কবি ওক্তাবিও পাস (১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল প্রাপ্ত, যিনি ভারতে কিছুকাল অবস্থানও করেন) দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাকুরের পাণ্ডুলিপির একটি বক্তৃতাও দেন। পাস রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখেন–

> [Rabindranath Tagore]'s work, as well as himself, was a bridge between India and the world. Admired by the greatest in Europe, such as W B Yeats and Andre Gide, in the Hispanic countries he also had numerous and fervent readers.

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা লাতিন আমেরিকার অনেক দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি প্রধান চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কোস্টারিকায় সংস্কৃত বিশারদ সল আরগুয়েলোর কোস্টারিকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ বছর রবীন্দ্রনাথের উপর এক আলোচনাসভা পরিচালনা করেছিলেন যেখানে ছাত্রছাত্রীরা এই রবীন্দ্রনাথকে শুধু পঠনপাঠনই না তাঁর কিছু নাটক মঞ্চস্থও করেছিল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সল আরগুয়েলোর জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক চিন্তার উপর সে দেশের শিক্ষার ভিত দাঁড়িয়ে আছে। তাছাড়া মেহিকোর আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান চরিত্র ও লেখক হোসে ভ্যাসকোনসেলোস ১৯২০-এর দিকে পশ্চিমীয় সাহিত্যপদ্ধতির পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পড়ানোর চিন্তাগুলোকে ব্যবহার করে সাজিয়েছিলেন মেহিকোর প্রশিক্ষণব্যবস্থা। এখনও কোস্টারিকাসহ লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ পঠিত হন।

রবীন্দ্রনাথ লাতিন আমেরিকায় এসেছিলেন ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রথমে আর্জেন্টিনা এবং পরে পেরুতে। এই সফর তাঁকে আর্জেন্টিনীয় কবি ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সাথে পরিচয়ের সুযোগ করে দেয়। ওকাম্পো তাঁর খুব কাছের বন্ধু হয়ে ওঠেন। এ

আর্জেন্টিনায় কবির নিজের আঁকা চিত্র প্রদর্শনী হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো ও অন্যান্য

স্ত্রী মাটি ও পুত্র গল্পের সঙ্গে আলোচক মোজাফ্ফর হোসেন

নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার সুযোগ বর্তমান গদ্যে নেই। এ পর্যন্ত উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে আশা করি বইটির অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলো সম্পর্কে পাঠক আপাত একটা ধারণা পাবেন।

এভাবে আলোচ্য গ্রন্থে অঞ্চলভিত্তিক ৫টি অধ্যায়ে রবীন্দ্রচর্চার দেশভিত্তিক ইতিহাস নিয়ে মোট ৩৫টি প্রবন্ধ আছে। প্রায় ৫০টির মতো দেশে রবীন্দ্রচর্চা ও পঠন-পাঠনের গত একশ বছরের একটা ঢালাও চিত্র উঠে এসেছে। মাত্র তিন বছরের উদ্যোগে এবং অক্লান্ত শ্রমে সম্পাদকদ্বয় এই অসাধ্য সাধন করেছেন। এজন্যে বিশেষভাবে ধন্যবাদ তাঁদের প্রাপ্য। পাশাপাশি যাঁরা এই তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধগুলো লিখেছেন তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়।

সংকলনের শেষাংশে গ্রন্থপঞ্জী এবং লেখক ও সম্পাদকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সবমিলে রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ভারত-বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে যত প্রকাশনা হয়েছে তার মধ্যে আলাদা করে গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে গ্রন্থটি। বিশ্বজুড়ে রবীন্দ্রনাথকে পাঠের গুরুত্ব শেষ হয়ে যায়নি। বরং বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় উগ্র মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সমন্বিত শক্তি তৈরি করার জন্য রবীন্দ্রনাথ কেবল পাঠ নয়, তাঁকে বোঝা এবং ব্যবহারিক জীবনে তার সদ্ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে।

Rabindranath Tagore : One Hundred Years of Global Reception, Edited by Martin Kampchen and Imre Bangha, Editorial adviser : Uma Das Gupta, Cover Design : Anuj Malhotra Orient BlackSwan Private Limited, New Delhi, India, 2014, Page 692.